সমস্যার পাহাড়ে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি

ভিসির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আজ • কে হচ্ছেন নতুন ভিসি তা নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা

যাযাদি রিপোর্ট

সমস্যা নামক উচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি। সেশনজট, আবাসন, ট্রান্সপোর্ট, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ দলাদলি, হলগুলোর বেহাল দশাসহ ইউনিভার্সিটির নানা সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত খুব কমই নেয়া হয়েছে। ফলে যতোই দিন যাচ্ছে ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ততো বাড়ছে। এসব জটিলতার মধ্যেই আজ শেষ হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের চার বছরের মেয়াদ। প্রটোকল অনুযায়ী প্রো-ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামানের ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কথা থাকলেও বুধবার পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এর মধ্যে আবার শিক্ষকদের মধ্যেই বর্তমান ভিসিকে রাখা না রাখা নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ভিসিপন্থীরা বলছেন, যেহেতু বর্তমানে কেয়ারটেকার সরকার দেশ চালাচ্ছে, সেহেতু নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত বর্তমান ভিসির মেয়াদকাল বাড়িয়ে দেয়া হোক। আর ভিসি বিরোধীদের দাবি, বর্তমান ভিসির আমলে নানা অনিয়ম সইতে সইতে তারা অতিষ্ঠ। নিয়ম অনুযায়ী ইউনিভার্সিটির ভিসির চার বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ দিন আগে সিনেট মেম্বাররা ইলেকশনের মাধ্যমে পরবর্তী ভিসি হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য তিন সদস্যের একটি প্যানেল করে চান্সেলরের (প্রেসিডেন্ট) কাছে সুপারিশ পাঠান। এরপর চান্সেলর নির্বাচন করেন পরবর্তী ভিসি। বর্তমান ভিসি খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ দিন আগে সিনেট মেম্বাররা ইলেকশন সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনা চেয়ে পাঠালেও মন্ত্রণালয় থেকে ইতিবাচক কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, দেশে জরুরি অবস্থা জারি থাকায় সরকার এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তবে সম্প্রতি সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে ইউনিভার্সিটির জারি করা ৯ ও ২২ জানুয়ারির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, ২০০৬ সালের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত সব নিয়োগের লিস্ট চাওয়া এবং সর্বশেষ ২৮ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটির প্রক্টর ও সব হল প্রভোস্টকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার নির্দেশ অন্যতম। তবে অনেকের ধারণা, নতুন করে মেয়াদ বর্ধিত করার ব্যাপারে বর্তমান ভিসির চেষ্টা-তদবিরের কারণে শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি নাটকীয় মোড়ও নিতে পারে। বুধবার পর্যন্ত পরবর্তী ভিসি সংক্রান্ত কোনো নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায়নি। আজ দুপুরের মধ্যে নির্দেশ পৌঁছবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

ইউনিভার্সিটির বর্তমান ভিসি খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের চার বছরের মেয়াদকাল সম্পর্কে মূল্যায়ন জানতে যোগাযোগ করা হয় ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে। এ সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। কেউ কেউ কোনো মতামত না দিয়ে অবলম্বন করেছেন মধ্যপন্থা। কোনো কোনো শিক্ষকের মতে, বর্তমান ভিসির আমলে অনিয়মের যেসব অভিযোগ উঠেছে সেগুলো অমূলক। প্রতিপক্ষকে হেয় করার অপচেষ্টা। এখানে রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত। তাছাড়া এতো বড় দায়িত্বে থাকলে কিছু অভিযোগ ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তাই গুটিকয়েক শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে একজনের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা উচিত নয়। কোনো কোনো শিক্ষক বলছেন, মুস্তাহিদের আমলের মতো এতো অনিয়ম আর দুর্নীতি আর কোনো ভিসির আমলে হয়নি।

তবে জাবির নতুন ভিসি যেই হোক, এতে ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়াস ছাত্রছাত্রীদের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কারণ বহু সমস্যায় জর্জরিত স্টুডেন্টরা তাদের কথাগুলো মুখ ফুটে বলার মতো কোনো প্লাটফর্ম পাচ্ছে না। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো সেশনজট। ইউনিভার্সিটিতে চারটি ফ্যাকাল্টির অধীনে ২৬টি বিভাগ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কলা ও মানবিকী ফ্যাকাল্টির। এর মধ্যে আবার ইংরেজি, প্রত্নতত্ত্ব আর নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। প্রতিটি বিভাগেই দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত সেশনজট রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির সাতটি বিভাগের মধ্যে পাহাড়সম সেশনজট আছে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা, নৃ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগে। জীববিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে পিছিয়ে আছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ। গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক ফ্যাকাল্টিতে সাতটি বিভাগের মধ্যে পরিসংখ্যান, গণিত, জিওলজি ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে সেশনজট রয়েছে। এ অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থীই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, সেশনজটের অন্যতম প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র কারণ হলো শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ দলাদলি। প্রতিটি বিভাগের বেশির ভাগ শিক্ষকই ছাত্রছাত্রীদের যথা সময়ে পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও কিছু সংখ্যক শিক্ষকের দায়িত্বে অবহেলা, গোয়ার্তুমি ও কোন্দলের কারণে ব্যাহত হচ্ছে এ প্রক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে, একই বিভাগের ১০ শিক্ষকের মধ্যে আটজন পরীক্ষার খাতা যথা সময়ে দেখে ফেললেও বাকি দুজনের দেরির কারণে পুরো রেজাল্ট আটকে আছে। বিজ্ঞজনদের মতে, ১৯৭৩ সালে প্রণীত জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের বিভিন্ন দুর্বলতাই ওইসব শিক্ষক তাদের খেয়ালখুশি মতো শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই নতুন ভিসি যেই হোক, তার কাছে শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবি হবে- সেশনজট কমানো। এছাড়া আবাসন ও ট্রান্সপোর্ট, খাবারের মান ও দাম, হলগুলোর জরাজীর্ণ হালের পাশাপাশি অন্য যেসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে সেগুলোর ব্যাপারেও প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নেবে বলে আশা করছে ছাত্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

জাবির এক শিক্ষকের তিন দফা দাবি

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে চাকরি স্থায়ীকরণসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছেন। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক ড. আলী আজম তালুকদার এ দাবি জানান। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, ইউনিভার্সিটিতে নবপ্রতিষ্ঠিত মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে প্রথম শিক্ষক হিসেবে ২০০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি অ্যাডহক ভিত্তিতে তিনি যোগ দেন। পরে ২০০৭ সালের ২২ এপ্রিল পর্যন্ত তার নিয়োগ বর্ধিত করা হয়। এ সময় ভিসি তার চাকরি স্থায়ীকরণের আশ্বাস দেন। অথচ ২০০৬ সালের অক্টোবরে বিভাগে অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর হিসেবে স্থায়ী পদে অন্য একজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। তখন তিনি ভিসি প্রফেসর খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলে ভিসি তা গ্রহণ না করে বিভাগের স্বার্থে তাকে কাজ করতে বলেন এবং চাকরি স্থায়ীকরণের আশ্বাস দেন। এক পর্যায়ে ভিসি ২০০৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তার অফিসে তলব করে বিভাগের সভাপতিসহ অন্য কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে বলেন, ২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে চাকরি নবায়ন না করে ছয় মাস গ্যাপ দিয়ে ওই বছরের ২২ অক্টোবর থেকে চাকরি স্থায়ীকরণ করা হবে। এতে তিনি রাজি হন। তারপরও এ পর্যন্ত তার চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়নি। তাই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে চাকরি স্থায়ীকরণসহ তার ওপর যে মানসিক, একাডেমিক, আর্থিক এবং সামাজিক হয়রানি চালানো হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করার দাবি জানান।

যায়যায়দিন
তারিখ ... 20 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২